সঞ্চয় কী?

সঞ্চয় বলতে বোঝায় আয় বা সম্পদের একটি অংশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় করার পরিবর্তে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখা। এটি সাধারণত ব্যক্তি, ব্যবসা বা সরকার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিতে বা নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য করে।

বিনিয়োগ কী?

বিনিয়োগ হল অর্থ, সম্পদ বা মূলধনকে সম্পদে বরাদ্দ করার কাজ যার মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে আয়, মুনাফা বা মূল্যবৃদ্ধির আশা করা যায়। সঞ্চয়ের বিপরীতে, যা অর্থ সংরক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিনিয়োগের লক্ষ্য বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ বা উদ্যোগে অর্থ স্থাপন করে সম্পদ বৃদ্ধি করা।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মধ্যে মূল পার্থক্য

ফিচার	**সেভিং**	**ইনভেস্টিং**
উদ্দেশ্য	নিরাপত্তা এবং স্বল্পমেয়াদী চাহিদা	সম্পদ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য
ঝুঁকি	কম	পরিবর্তিত হয় (নিম্ন থেকে উচ্চ)
রিটার্ন	কম (সুদ)	উচ্চ (সম্ভাব্য লাভ)
তরলতা	উচ্চ (সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য)	পরিবর্তিত হয় (কিছু সম্পদ বিক্রি হতে সময় লাগে)
সময়ের দিগন্ত	স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী

ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে ট্রেড-অফের উপর নোট

ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে বিনিময় হল অর্থ ও বিনিয়োগের একটি মৌলিক ধারণা, যা বলে যে ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রার সাথে সাথে বিনিয়োগের সম্ভাব্য রিটার্ন বৃদ্ধি পায়। কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ, যেমন সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট এবং সরকারি বন্ড, স্থিতিশীল কিন্তু কম রিটার্ন প্রদান করে, অন্যদিকে স্টক এবং ক্রিপ্টো মুদ্রার মতো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে বেশি রিটার্নের সম্ভাবনা থাকে তবে অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্য ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিনিয়োগকারীদের তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা, আর্থিক লক্ষ্য এবং সময়সীমার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। বৈচিত্র্যকরণ—বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেওয়া—ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে এবং যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন অর্জন করতে পারে। পরিশেষে, তথ্যবহুল আর্থিক পছন্দগুলি তৈরি এবং বিনিয়োগের ফলাফলকে সর্বোত্তম করার জন্য ঝুঁকি-রিটার্ন ট্রেড-অফ বোঝা অপরিহার্য।

সম্পর্ক বোঝা

• কম ঝুঁকি = কম রিটার্ন → সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট এবং সরকারি বন্ডের মতো নিরাপদ বিনিয়োগ স্থিতিশীল কিন্তু পরিমিত রিটার্ন প্রদান করে।
• মাঝারি ঝুঁকি = মাঝারি রিটার্ন → মিউচুয়াল ফান্ড এবং রিয়েল এস্টেটের মতো বিনিয়োগ কিছু ঝুঁকি সহ উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে।
• উচ্চ ঝুঁকি = উচ্চ রিটার্ন → স্টক, ক্রিপ্টো মুদ্রা এবং স্টার্টআপগুলির উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে তবে ক্ষতিরও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে।

ঝুঁকি এবং রিটার্নকে প্রভাবিত করে এমন মূল কারণগুলি

১. সময়সীমা – দীর্ঘ বিনিয়োগের সময়কাল স্বল্পমেয়াদী ঝুঁকি কমাতে পারে।
২. বাজারের অবস্থা – অর্থনৈতিক মন্দা রিটার্নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
৩. বৈচিত্র্যকরণ – বিনিয়োগের বিস্তার সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করে।
৪. বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সহনশীলতা – রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীরা কম ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ পছন্দ করেন, অন্যদিকে আক্রমণাত্মক বিনিয়োগকারীরা উচ্চ রিটার্ন খোঁজেন।

বিনিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতি হলো সেই হার যেখানে পণ্য ও পরিষেবার দামের সাধারণ স্তর বৃদ্ধি পায়, যা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ যা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ এটি রিটার্নের মূল্য, সম্পদের দাম এবং ঝুঁকির স্তরকে প্রভাবিত করে। বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে যাতে সুচিন্তিত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পদ ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি এবং এর কারণগুলি বোঝা

১. চাহিদা-পুনঃ মুদ্রাস্ফীতি – যখন পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি হয়, তখন দাম বেড়ে যায়।
২. ব্যয়-পুনঃ মুদ্রাস্ফীতি – মজুরি এবং কাঁচামালের মতো উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, ব্যবসাগুলিকে দাম বাড়াতে বাধ্য করে।
৩. মুদ্রাস্ফীতি – যখন অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে ব্যয় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা দাম বাড়ায়।
৪. আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি – যখন বিনিময় হারের ওঠানামা বা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যার কারণে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যায়।
এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ বিনিয়োগ বাজার সহ অর্থনীতির সকল দিককে প্রভাবিত করে।

বিনিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতি বিনিয়োগকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, ঝুঁকির মাত্রা, রিটার্ন এবং বাজারের গতিশীলতা পরিবর্তন করে। এখানে কিছু মূল প্রভাব রয়েছে:

১. ক্রয় ক্ষমতার ক্ষয়

বিনিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলির মধ্যে একটি হল অর্থের প্রকৃত মূল্য হ্রাস। যদি কোনও বিনিয়োগ প্রতি বছর ৫% রিটার্ন দেয় কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ৩% এ চলমান থাকে, তবে প্রকৃত রিটার্ন মাত্র ২%। এর অর্থ হল বিনিয়োগকারীদের তাদের ক্রয় ক্ষমতা বজায় রাখতে বা বৃদ্ধি করতে মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে বেশি রিটার্ন প্রদানকারী বিনিয়োগ খুঁজতে হবে।

২. স্থায়ী আয় বিনিয়োগের উপর প্রভাব

বন্ড এবং স্থায়ী আমানতের মতো স্থায়ী আয়ের বিনিয়োগগুলি মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। যেহেতু এই বিনিয়োগগুলি স্থির সুদের অর্থ প্রদান করে, তাই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে। এর ফলে:

প্রকৃত রিটার্ন হ্রাস – যদি কোনও বন্ড বার্ষিক ৪% হারে অর্থ প্রদান করে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ৫% হয়, তাহলে বিনিয়োগকারী প্রকৃত অর্থে অর্থ হারাচ্ছেন।

• নিম্ন বন্ডের দাম – মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সাথে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার বাড়াতে পারে। উচ্চ সুদের হার বিদ্যমান নিম্ন-ফলন বন্ডগুলিকে কম আকর্ষণীয় করে তোলে, যার ফলে তাদের বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

শেয়ার বাজার বিনিয়োগের উপর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে স্টককে সেরা হেজেজগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে তাদের কর্মক্ষমতা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে:

• মূল্য নির্ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কোম্পানিগুলির উপর ইতিবাচক প্রভাব - যেসব ব্যবসা ভোক্তাদের (যেমন, ভোক্তাদের প্রধান পণ্য, জ্বালানি এবং স্বাস্থ্যসেবা খাত) কাছে উচ্চ খরচ বহন করতে পারে তারা মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে ভালো পারফর্ম করে।

• বৃদ্ধির স্টকের উপর নেতিবাচক প্রভাব - যেসব কোম্পানি ভবিষ্যতের আয়ের উপর নির্ভর করে (যেমন টেক স্টার্টআপ) তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কারণ মুদ্রাস্ফীতি তাদের ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য হ্রাস করে, যা বিনিয়োগকারীদের কাছে তাদের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

• বর্ধিত অস্থিরতা - মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বাজারের ওঠানামা বৃদ্ধি করতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং স্টকের দামকে প্রভাবিত করে।

৪. রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের উপর প্রভাব

রিয়েল এস্টেটকে প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতির হেজ হিসেবে দেখা হয় কারণ সম্পত্তির মূল্য এবং ভাড়া আয় সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সাথে বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে:

• সম্পত্তির উচ্চ মূল্য – মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্মাণ সামগ্রী এবং শ্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা সম্পত্তির দাম বাড়িয়ে দেয়।

• উচ্চ ভাড়ার ফলন – বাড়িওয়ালারা মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে ভাড়া বাড়াতে পারেন, প্রকৃত রিটার্ন বজায় রাখতে পারেন।

• বন্ধকের উপর সুদের হারের প্রভাব – ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি প্রায়শই উচ্চ সুদের হারের দিকে পরিচালিত করে, বন্ধককে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে এবং সম্ভাব্যভাবে রিয়েল এস্টেটের চাহিদা হ্রাস করে।

সঞ্চয় এবং নগদ অর্থের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ এবং ঐতিহ্যবাহী সঞ্চয় অ্যাকাউন্টগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ অর্জিত সুদ প্রায়শই ক্রমবর্ধমান মূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। এর প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে:

• নেতিবাচক প্রকৃত সুদের হার – যদি একটি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট 2% সুদ প্রদান করে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি 4% হয়, তাহলে আমানতকারী কার্যকরভাবে তাদের ক্রয় ক্ষমতার 2% হারান।

• উচ্চ-ফলন বিনিয়োগের দিকে স্থানান্তর – মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করার জন্য, বিনিয়োগকারীরা তাদের তহবিল নগদ থেকে স্টক, রিয়েল এস্টেট বা পণ্যগুলিতে স্থানান্তর করতে পারেন।

মুদ্রাস্ফীতি থেকে বিনিয়োগ রক্ষার কৌশল

- . মুদ্রাস্ফীতি-প্রতিরোধী সম্পদে বিনিয়োগ করুন
- শক্তিশালী মূল্য নির্ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কোম্পানির স্টক।
- রিয়েল এস্টেট এবং ভাড়া সম্পত্তি।
- সোনা এবং তেলের মতো পণ্য।

২. বৈচিত্র্যকরণ

- একটি সু-বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাস করে এবং রিটার্ন ভারসাম্য বজায় রাখে।
- স্টক, বন্ড, রিয়েল এস্টেট এবং পণ্যগুলির সমন্বয় মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা সহ্য করতে সাহায্য করতে পারে।

৩. ট্রেজারি মুদ্রাস্ফীতি-সুরক্ষিত সিকিউরিটিজ (টিআইপিএস) বিবেচনা করুন

- টিআইপিএস হল সরকারি বন্ড যা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, নিশ্চিত করে যে প্রকৃত রিটার্ন ইতিবাচক থাকে।

৪. অতিরিক্ত নগদ রাখা এড়িয়ে চলুন

- কম সুদের অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত নগদ রাখা সময়ের সাথে সাথে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে।
- উচ্চ-ফলনশীল সম্পদে বিনিয়োগ করা একটি ভাল বিকল্প।

৫. সুদের হার পর্যবেক্ষণ করুন

- ক্রমবর্ধমান সুদের হার বিভিন্ন সম্পদকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
- বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত হার বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে তাদের পোর্টফোলিও সমন্বয় করা উচিত।

৬. লভ্যাংশ-প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করুন

- লভ্যাংশ স্টক নিয়মিত আয় প্রদান করে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে অফসেট করতে সাহায্য করতে পারে।
- যেসব কোম্পানির লভ্যাংশ বৃদ্ধির ইতিহাস রয়েছে তারা মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে ভালো পারফর্ম করে।

৭. প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগের সন্ধান করুন

- যদিও মুদ্রাস্ফীতি কিছু স্টককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তবুও শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা সম্পন্ন উদ্ভাবনী কোম্পানিতে বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি প্রদান করতে পারে।

উপসংহার

মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক চক্রের একটি অনিবার্য অংশ, যা বিভিন্নভাবে সকল ধরণের বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। যদিও এটি ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে এবং স্থায়ী আয়ের সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, এটি রিয়েল এস্টেট, পণ্য এবং নির্দিষ্ট স্টকের মতো বিনিয়োগগুলিকে উপকৃত করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা বোঝা বিনিয়োগকারীদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে, তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং তাদের সম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করার কৌশল গ্রহণ করতে সক্ষম করে। সঠিক সম্পদ বরাদ্দের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে এগিয়ে থাকার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত করতে পারেন যে মুদ্রাস্ফীতিমূলক পরিবেশেও তাদের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনযোগ্য থাকে।

ক্রেডিট স্কোর কী?

ক্রেডিট স্কোর হল একজন ব্যক্তির ঋণযোগ্যতার একটি সংখ্যাসূচক উপস্থাপনা, যা ধার করা অর্থ পরিশোধের সম্ভাবনা কতটা তা নির্দেশ করে। ঋণদাতা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, বন্ধকী এবং অন্যান্য আর্থিক পণ্যের জন্য অর্থ ধার দেওয়ার ঝুঁকি মূল্যায়ন করার জন্য এটি ব্যবহার করে।

উচ্চতর ক্রেডিট স্কোর সাধারণত দায়িত্বশীল ঋণ আচরণ নির্দেশ করে এবং অনুকূল সুদের হারে ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে কম স্কোরের ফলে ঋণ প্রত্যাখ্যান বা উচ্চতর সুদের হার হতে পারে।

ব্যক্তিগত ঋণ ব্যবস্থাপনা কী?

ব্যক্তিগত ঋণ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় একটি কাঠামোগত এবং দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে ঋণ কার্যকরভাবে পরিচালনা এবং পরিশোধের প্রক্রিয়া। এর মধ্যে রয়েছে ঋণ হ্রাস, আর্থিক চাপ এড়াতে এবং সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, বাজেট এবং কৌশলগত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। সঠিক ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা একটি স্থিতিশীল আর্থিক ভবিষ্যত বজায় রেখে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে।

আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা

আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা বলতে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ সংস্থা, বীমা কোম্পানি এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা প্রদত্ত বিস্তৃত অফারগুলিকে বোঝায়। এই পণ্য এবং পরিষেবাগুলি ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সরকারকে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করতে সহায়তা করে।

১. আর্থিক পণ্য

এগুলি হল বাস্তব বা অদৃশ্য উপকরণ যা ব্যক্তি বা ব্যবসাগুলিকে তাদের সম্পদ পরিচালনা, বৃদ্ধি এবং সুরক্ষায় সহায়তা করে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

ক. ব্যাংকিং পণ্য

- সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট – আমানতের উপর সুদ অর্জনকারী অ্যাকাউন্ট।
- চেকিং অ্যাকাউন্ট – অল্প বা বিনা সুদে দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্ট।

আমানতের সার্টিফিকেট (সিডি) – স্থির-মেয়াদী আমানত যা উচ্চ সুদ অর্জন করে।

খ. বিনিয়োগ পণ্য

- স্টক – একটি কোম্পানিতে মালিকানার শেয়ার।

বন্ড – সরকার বা কর্পোরেশন দ্বারা জারি করা ঋণের উপকরণ।
মিউচুয়াল ফান্ড – পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত পুল করা বিনিয়োগ তহবিল।
এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড তহবিল (ETF) - স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা বিনিয়োগ তহবিল।

গ. ক্রেডিট এবং ঋণ পণ্য

- ব্যক্তিগত ঋণ – ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য অসুরক্ষিত বা সুরক্ষিত ঋণ।
- বন্ধক – সম্পত্তি কেনার জন্য ঋণ।
- ক্রেডিট কার্ড – সুদের চার্জ সহ স্বল্পমেয়াদী ঋণ।
- ব্যবসায়িক ঋণ – ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা সম্প্রসারণকে সমর্থন করার জন্য ঋণ।

ঘ. বীমা পণ্য

- জীবন বীমা – মৃত্যুর পরে সুবিধাভোগীদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে।
- স্বাস্থ্য বীমা – চিকিৎসা খরচ কভার করে।
- গাড়ি বীমা – যানবাহন সম্পর্কিত ক্ষতি বা দায় কভার করে।
- গৃহ বীমা – আগুন, চুরি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঝুঁকি থেকে সম্পত্তি রক্ষা করে

২. আর্থিক পরিষেবা

এগুলি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রদত্ত পেশাদার পরিষেবা যা ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলিকে অর্থ, বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

ক. ব্যাংকিং পরিষেবা

- আমানত এবং উত্তোলন – মৌলিক ব্যাংকিং লেনদেন।
- অনলাইন এবং মোবাইল ব্যাংকিং – ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম।
- ওয়্যার ট্রান্সফার – দেশীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে অর্থ স্থানান্তর পরিষেবা।

খ. বিনিয়োগ পরিষেবা

• সম্পদ ব্যবস্থাপনা – ব্যক্তিদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত বিনিয়োগ কৌশল।
• ব্রোকারেজ পরিষেবা – ক্লায়েন্টদের জন্য সিকিউরিটিজ ক্রয় এবং বিক্রয়।
আর্থিক পরিকল্পনা – অবসর, কর এবং বিনিয়োগের উপর নির্দেশিকা।

গ. ঋণ এবং ঋণ পরিষেবা

• ঋণের উৎপত্তি – ঋণ অনুমোদন এবং প্রদান।
ক্রেডিট কাউন্সেলিং – ক্লায়েন্টদের ঋণ পরিচালনায় সহায়তা করা।
ঋণ একত্রীকরণ – একাধিক ঋণকে একটি পরিচালনাযোগ্য পেমেন্টে একীভূত করা।

ঘ. বীমা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিষেবা

• আন্ডাররাইটিং – বীমা পলিসির জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং মূল্য নির্ধারণ।
দাবি প্রক্রিয়াকরণ – বীমা দাবি এবং পেমেন্ট পরিচালনা।
• অ্যাকুয়ারিয়াল পরিষেবা – আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য পরিসংখ্যান ব্যবহার করা।

E. পেমেন্ট এবং আর্থিক প্রযুক্তি (ফিনটেক) পরিষেবা

• মোবাইল পেমেন্ট (যেমন, পেপ্যাল, অ্যাপল পে, গুগল পে) – ডিজিটাল লেনদেন।
• ক্রিপ্টো মুদ্রা পরিষেবা – ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয় এবং পরিচালনা।
• পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) ঋণ – ঋণগ্রহীতাদের ঋণদাতাদের সাথে সংযুক্ত করার জন্য অনলাইন ঋণ প্ল্যাটফর্ম।

উপসংহার

ব্যক্তিগত অর্থায়ন, ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থ সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ প্রাপ্তি, অথবা সম্পদ রক্ষা যাই হোক না কেন, এই অফারগুলি ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

বিভিন্ন ধরণের আমানত

আমানত হল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাখা অর্থের পরিমাণ, যার সুদ অর্জন বা অন্যান্য সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের আমানত রয়েছে, প্রতিটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। এখানে সাধারণ ধরণের আমানত রয়েছে:

1. ডিমান্ড ডিপোজিট

এগুলি এমন আমানত যা কোনও নোটিশ বা জরিমানা ছাড়াই চাহিদা অনুসারে উত্তোলন করা যেতে পারে। এগুলি সাধারণত সুদ অর্জন করে না বা ন্যূনতম সুদ প্রদান করে না।

• **উদাহরণ:**

- চেকিং অ্যাকাউন্ট: ঘন ঘন উত্তোলন, আমানত এবং স্থানান্তরের অনুমতি দিন।
- চলতি অ্যাকাউন্ট (ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত): দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত।

২. টাইম ডিপোজিট

এগুলি এমন আমানত যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং আমানতকারী সম্মত সময়ের জন্য অ্যাকাউন্টে অর্থ রাখতে সম্মত হন। সুদের হার সাধারণত ডিমান্ড ডিপোজিটের চেয়ে বেশি। তাড়াতাড়ি উত্তোলনের জন্য জরিমানা হতে পারে।

• **উদাহরণ**:

- ডিপোজিটের সার্টিফিকেট (সিডি): একটি নির্দিষ্ট সুদের হার সহ স্থায়ী-মেয়াদী আমানত।
- স্থায়ী আমানত (FD): অনেক দেশেই প্রচলিত, আমানতের সময়কালের উপর ভিত্তি করে উচ্চ সুদের হার প্রদান করা হয়।
- মেয়াদী আমানত: মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট মেয়াদের আমানত।

৩. সঞ্চয় আমানত

এগুলি এমন অ্যাকাউন্ট যা ব্যক্তিদের অর্থ সঞ্চয় করতে এবং সুদ অর্জন করতে দেয়, তবে সময়সীমার আমানতের চেয়ে বেশি নমনীয়তা সহ। সুদের হার সাধারণত স্থির-মেয়াদী আমানতের চেয়ে কম।

• **উদাহরণ**:

- নিয়মিত সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট: আমানতের উপর সুদ প্রদান করে কিন্তু যে কোনও সময় উত্তোলন করা যেতে পারে।
- উচ্চ-ফলনশীল সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট: নিয়মিত সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের তুলনায় উচ্চ সুদের হার প্রদান করে।

৪. পুনরাবৃত্তি আমানত (RDs)

একটি পুনরাবৃত্তি আমানত হল এক ধরণের মেয়াদী আমানত যেখানে অ্যাকাউন্টধারক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিতভাবে (যেমন, মাসিক) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করেন। অর্থ সুদ অর্জন করে এবং মেয়াদ শেষে ফেরত দেওয়া হয়।

• **উদাহরণ**:

- পুনরাবৃত্তি আমানত অ্যাকাউন্ট: যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত।

৫. কল আমানত

এগুলি স্বল্পমেয়াদী আমানত যা আমানতকারীকে খুব অল্প সময়ের নোটিশের সময়কালে, সাধারণত ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে তহবিল উত্তোলন করতে দেয়। এগুলি সাধারণত ব্যবসাগুলি নগদ প্রবাহ পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করে।

• **উদাহরণ**:

- কল মানি অ্যাকাউন্ট: প্রায়শই ব্যাংক বা কোম্পানিগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ঋণ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬. বৈদেশিক মুদ্রা আমানত

এগুলি দেশীয় মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রায় জমা করা হয়। অস্থির মুদ্রাযুক্ত দেশগুলিতে বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সাথে জড়িতদের জন্য এগুলি জনপ্রিয়।

• **উদাহরণ**:

- বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট: ব্যাংক দ্বারা অফার করা হয়, গ্রাহকদের বিদেশী মুদ্রা জমা এবং ধরে রাখার অনুমতি দেয়।

৭. বিশেষ আমানত

এগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, যেমন অবসরকালীন সঞ্চয় বা শিক্ষা সঞ্চয়, এবং কিছু কর সুবিধা বা অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করতে পারে।

• উদাহরণ:

- অবসরকালীন অ্যাকাউন্ট (যেমন, IRA, 401(k)): ব্যক্তিদের কর সুবিধা সহ অবসরকালীন সঞ্চয় করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

- শিক্ষা সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট (যেমন, 529 পরিকল্পনা): শিক্ষা ব্যয়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করার জন্য, প্রায়শই কর প্রণোদনা সহ।

৮. অনাবাসী আমানত

এগুলি কোনও দেশের অনাবাসীদের দ্বারা সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রা বা দেশীয় মুদ্রায়, উচ্চ সুদের হার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বা আন্তর্জাতিক আর্থিক চাহিদা পরিচালনার জন্য জমা করা হয়।

• উদাহরণ:

- এনআরই (অনাবাসী বহিরাগত) অ্যাকাউন্ট: বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট।
- এনআরও (অনাবাসী সাধারণ) অ্যাকাউন্ট: ভারতে অর্জিত আয় পরিচালনার জন্য।

উপসংহার

বিভিন্ন ধরণের আমানত বিভিন্ন ধরণের সুবিধা প্রদান করে, যেমন তরলতা, সুদের হার, অথবা কর সুবিধা। আমানতের পছন্দ ব্যক্তির আর্থিক লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, যেমন তহবিলের স্বল্পমেয়াদী অ্যাক্সেস, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়, অথবা সুদ অর্জন।

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ধরণের ঋণ অগ্রিম প্রদান করে।

ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সরকারের আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ধরণের ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করে। প্রতিটি ধরণের ঋণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য এবং শর্তাবলী রয়েছে। নীচে ব্যাংকগুলি সাধারণত বিভিন্ন ধরণের ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করে:

১. ব্যক্তিগত ঋণ

ব্যক্তিগত ঋণ হল অসুরক্ষিত ঋণ যা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়, যেমন চিকিৎসা খরচ, ভ্রমণ, গৃহ সংস্কার, শিক্ষা ইত্যাদি। এই ঋণগুলির জন্য জামানত প্রয়োজন হয় না।

• বৈশিষ্ট্য:

- অসুরক্ষিত (কোন জামানত প্রয়োজন হয় না)
- স্থির বা নমনীয় পরিশোধের শর্তাবলী
- সুদের হার ঋণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়

২. গৃহ ঋণ (বন্ধকী ঋণ)

গৃহ ঋণ হল আবাসিক সম্পত্তি কিনতে বা নির্মাণের জন্য নেওয়া ঋণ। এই ঋণগুলি সাধারণত সম্পত্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে, যার অর্থ ঋণগ্রহীতা যদি খেলাপি না হয় তবে ব্যাংক সম্পত্তি দাবি করতে পারে।

• **বৈশিষ্ট্য**:

- দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ (সাধারণত ১৫-৩০ বছর)
- স্থির বা ভাসমান সুদের হার
- বাড়ি কেনা, নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

৩. গাড়ি ঋণ (অটো ঋণ)

গাড়ি ঋণ একটি যানবাহন কেনার অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ঋণগুলি সাধারণত কেনা গাড়ির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে।

• **বৈশিষ্ট্য**:

- সুরক্ষিত ঋণ (যানবাহন জামানত হিসেবে কাজ করে)
- স্বল্প পরিশোধের সময়কাল (সাধারণত ৩-৭ বছর)
- ঋণের পরিমাণ গাড়ির মূল্য এবং ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে

৪. শিক্ষা ঋণ

শিক্ষা ঋণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার খরচ, যার মধ্যে রয়েছে টিউশন ফি, বই এবং জীবনযাত্রার খরচ, অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়। এই ঋণগুলি কোর্স শেষ হওয়ার পরে নমনীয় পরিশোধের শর্তাবলী প্রদান করতে পারে।

• **বৈশিষ্ট্য**:

- সুরক্ষিত বা অসুরক্ষিত (ঋণের পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে)
- টিউশন, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য শিক্ষাগত খরচ কভার করে
- শিক্ষা বা কর্মসংস্থান সমাপ্তির পরে পরিশোধ শুরু হয়

৫. ব্যবসায়িক ঋণ

ব্যবসায়িক ঋণ (ছোট, মাঝারি বা বৃহৎ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যেমন মূলধন সম্প্রসারণ, পরিচালনা খরচ, বা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়। এই ঋণগুলি পরিমাণ এবং ব্যবসার ধরণের উপর নির্ভর করে সুরক্ষিত বা অ-জামিনযুক্ত হতে পারে।

• **ব্যবসায়িক ঋণের ধরণ**:

- কার্যকরী মূলধন ঋণ: দৈনন্দিন পরিচালনা খরচ মেটাতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ।
- মেয়াদী ঋণ: ব্যবসা সম্প্রসারণ বা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
- এসএমই ঋণ: বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য তৈরি ঋণ।
- সরঞ্জাম অর্থায়ন: যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ঋণ।

৬. ক্রেডিট কার্ড অগ্রিম

ক্রেডিট কার্ড অগ্রিম ক্রেডিট কার্ডধারীদের তাদের ক্রেডিট কার্ডের সীমার বিপরীতে নগদ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই অগ্রিমগুলি সাধারণত উচ্চ-সুদের হার এবং ফি সহ আসে।

• **বৈশিষ্ট্য:**

- স্বল্পমেয়াদী নগদ উত্তোলন
- উচ্চ-সুদের হার
- সাধারণত, একটি সীমা কার্ডে উপলব্ধ ক্রেডিটের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়

৭. স্বর্ণ ঋণ

স্বর্ণ ঋণ হল সুরক্ষিত ঋণ যেখানে ঋণগ্রহীতারা ঋণ পাওয়ার জন্য তাদের সোনা (গয়না, মুদ্রা, ইত্যাদি) বন্ধক রাখেন। সোনা দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তার কারণে এই ঋণগুলি অসুরক্ষিত ঋণের তুলনায় কম সুদের হারে দেওয়া হয়।

• **বৈশিষ্ট্য:**

- সুরক্ষিত ঋণ (সমরক্ষিত হিসাবে সোনা)
- দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ
- অসুরক্ষিত ঋণের তুলনায় কম সুদের হার

৮. সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ (LAP)

সম্পত্তির বিপরীতে ঋণে, ঋণগ্রহীতা ঋণ পাওয়ার জন্য রিয়েল এস্টেট (আবাসিক, বাণিজ্যিক, বা শিল্প) বন্ধক রাখেন। এই ঋণগুলি প্রায়শই বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সুদের হার অসুরক্ষিত ঋণের তুলনায় কম।

• **বৈশিষ্ট্য:**

- সুরক্ষিত ঋণ (সম্পত্তি জামানত হিসেবে কাজ করে)
- দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধের সময়কাল
- অসুরক্ষিত ঋণের তুলনায় কম সুদের হার

৯. ওভারড্রাফ্ট সুবিধা

ওভারড্রাফ্ট হল একটি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি ক্রেডিট সুবিধা যা ঋণগ্রহীতাকে তাদের অ্যাকাউন্টে বর্তমান ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি অর্থ পূর্ব-অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত উত্তোলনের অনুমতি দেয়। এটি সাধারণত ব্যবসা বা স্বল্পমেয়াদী তরলতার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

• **বৈশিষ্ট্য:**

- স্বল্পমেয়াদী ঋণ
- কেবলমাত্র অতিরিক্ত উত্তোলনের পরিমাণের উপর সুদ নেওয়া হয়
- ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত আর্থিক প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

১০. নগদ ঋণ

নগদ ঋণ হল একটি স্বল্পমেয়াদী ঋণ যা ব্যবসাগুলিকে তাদের কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। এটি সাধারণত ব্যবসার সম্পদ যেমন ইনভেন্টরি বা প্রাপ্য দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই সুবিধা ব্যবসাকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে তহবিল উত্তোলনের অনুমতি দেয়।

• **বৈশিষ্ট্য**:

- সুরক্ষিত ঋণ (ব্যবসায়িক সম্পদের বিপরীতে)
- দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত
- শুধুমাত্র ব্যবহৃত পরিমাণের উপর সুদ নেওয়া হয়

১১. কৃষি ঋণ

কৃষি ঋণ কৃষক এবং কৃষি খাতে জড়িতদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে। এই ঋণগুলি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ক্রয়, এমনকি কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

• **প্রকার**:

- ফসল ঋণ: ফসল ফলানোর জন্য ঋণ।
- কৃষি সরঞ্জাম ঋণ: কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ।
- কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ঋণ: কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের জন্য ঋণ।

উপসংহার

ব্যক্তিগত খরচ থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ধরণের ঋণ পণ্য সরবরাহ করে। একজন ব্যক্তি বা ব্যবসা কোন ধরণের ঋণ বেছে নেবেন তা নির্ভর করে ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের পরিমাণ, পরিশোধের ক্ষমতা এবং জামানত প্রয়োজন কিনা তার উপর।

UPI (ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস) কী?

UPI (ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস) হল ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) দ্বারা তৈরি একটি রিয়েল-টাইম পেমেন্ট সিস্টেম যা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং তাৎক্ষণিক আর্থিক লেনদেন সহজতর করে। UPI ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সহ অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ এবং অন্যান্য বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন করতে সক্ষম করে। UPI একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ব্যাংকিং সিস্টেমকে একীভূত করে এবং একটি অনন্য UPI আইডি (যা ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস, বা VPA নামে পরিচিত) ব্যবহার করে কাজ করে। UPI ভারতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং মানুষের অর্থ প্রদান এবং আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিতে বিপ্লব এনেছে।

UPI এর মূল বৈশিষ্ট্য:

• তাৎক্ষণিক স্থানান্তর: UPI 24/7 ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে তাৎক্ষণিক তহবিল স্থানান্তরের অনুমতি দেয়।

ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম: এটি সহজ লেনদেন ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে একটি একক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে একত্রিত করে।

ইন্টারঅপারেবিলিটি: UPI বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে লেনদেন সক্ষম করে, যার অর্থ ব্যবহারকারীরা ব্যাংকের নেটওয়ার্ক নির্বিশেষে ভারতের যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠাতে পারেন।

• কম খরচের লেনদেন: UPI লেনদেন সাধারণত প্রেরক এবং প্রাপক উভয়ের জন্যই কম খরচে বা বিনামূল্যে হয়।

• নিরাপদ: UPI দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে MPIN (মোবাইল ব্যক্তিগত পরিচয় নম্বর) এবং লেনদেন সুরক্ষিত করার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

• সুবিধা: ব্যবহারকারীরা বিল পরিশোধ করতে, টিকিট বুক করতে, পণ্য কিনতে এবং এমনকি মোবাইল ফোন বা ডিভাইসের মাধ্যমে পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে টাকা পাঠাতে পারেন।

ই-ফাইলিং কী?

ই-ফাইলিং বলতে কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে নথি, ফর্ম এবং ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি সাধারণত সরকারি সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ধরণের অফিসিয়াল নথি জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ই-ফাইলিং এর সুবিধা, গতি এবং কাগজপত্র কমানোর ক্ষমতার কারণে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ই-ফাইলিং এর মূল ব্যবহার:

১. ট্যাক্স ই-ফাইলিং:

আয়কর বিভাগের মতো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ট্যাক্স রিটার্ন, বিশেষ করে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য ই-ফাইলিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি করদাতাদের তাদের ট্যাক্স রিটার্ন অনলাইনে ফাইল করার সুযোগ দেয়, যার ফলে কর অফিসে শারীরিকভাবে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

২. আইনি নথি:

ই-ফাইলিং আদালত বা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে আদালতের নথি, আইনি ফাইলিং এবং পিটিশন জমা দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. ব্যবসায়িক ফাইলিং:

কোম্পানিগুলি ভারতের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ (RoC) বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে বার্ষিক রিটার্ন, আর্থিক বিবৃতি এবং সম্মতি প্রতিবেদনের মতো বিভিন্ন ব্যবসা-সম্পর্কিত নথি জমা দেওয়ার জন্য ই-ফাইলিং ব্যবহার করে।

৪. সরকারি ফর্ম:

ই-ফাইলিংয়ে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা, লাইসেন্স এবং পারমিটের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার জন্য ফর্ম জমা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ভারত সরকারের কর সঞ্চয় প্রকল্প:

ভারত সরকার ব্যক্তিদের তাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর-সঞ্চয় প্রকল্প অফার করে এবং আয়কর আইনের ধারা 80C এবং অন্যান্য

ধারার অধীনে কর ছাড় প্রদান করে। এই প্রকল্পগুলি ব্যক্তিদের করযোগ্য আয় কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে তাদের সামগ্রিক কর দায় কম হয়। ভারতে উপলব্ধ প্রধান কর-সঞ্চয় প্রকল্পগুলি নীচে দেওয়া হল:

১. কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল (EPF)

EPF হল বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য একটি অবসরকালীন সঞ্চয় প্রকল্প। কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ই EPF অ্যাকাউন্টে অবদান রাখেন এবং আয়কর আইনের ধারা 80C এর অধীনে এই পরিমাণ কর-ছাড়যোগ্য।

- **কর সুবিধা:**
  - EPF-তে অবদান ধারা 80C এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য (₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত)।
  - EPF ব্যালেন্সের উপর অর্জিত সুদ কর-মুক্ত।
  - কর্মচারী যদি পাঁচ বছর একটানা চাকরি করেন তবে উত্তোলিত পরিমাণ কর-মুক্ত।

২. পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ)

পিপিএফ হল একটি সরকার-সমর্থিত সঞ্চয় প্রকল্প যার লক-ইন সময়কাল ১৫ বছর, যা আকর্ষণীয় সুদের হার এবং কর সুবিধা প্রদান করে। এটি ভারতীয় বাসিন্দাদের জন্য উপলব্ধ।

- **কর সুবিধা:**
  - পিপিএফ-এ অবদান ধারা ৮০সি (₹১.৫ লক্ষ পর্যন্ত) এর অধীনে কর্তনযোগ্য।
  - অর্জিত সুদ করমুক্ত।
  - মেয়াদপূর্তির অর্থও করমুক্ত।

৩. জাতীয় সঞ্চয়পত্র (NSC)

NSC হল ইন্ডিয়া পোস্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি স্থির-আয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প। এটি এমন ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত যারা কম ঝুঁকিপূর্ণ, সরকার-সমর্থিত স্কিমে বিনিয়োগ করতে চান। NSC-তে ৫ বছরের মেয়াদপূর্তির সময়কাল থাকে।

- **কর সুবিধা:**
  - NSC-তে অবদান ধারা 80C-এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।
  - NSC-তে অর্জিত সুদ করযোগ্য, তবে এটি যে বছরে অর্জিত হয়েছে সেই বছরে ধারা 80C-এর অধীনে কর্তনের জন্য যোগ্য।

৪. জাতীয় পেনশন প্রকল্প (NPS)

NPS হল একটি সরকার-সমর্থিত পেনশন প্রকল্প যা ব্যক্তিদের ইক্যুইটি, কর্পোরেট বন্ড, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য উপকরণের মিশ্রণে বিনিয়োগ করতে দেয়। এটি অবসর গ্রহণের পরে একটি স্থিতিশীল আয় প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

- **কর সুবিধা:**

- NPS-তে অবদান ধারা 80CCD(1) (ধারা 80C-এর অধীনে ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত) এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।
- ধারা 80CCD(1B) এর অধীনে ₹50,000 অতিরিক্ত কর কর্তন পাওয়া যায়, যা NPS অবদানের জন্য মোট ₹2 লক্ষ করে তোলে।
- শর্ত সাপেক্ষে, মেয়াদপূর্তির পর করমুক্ত কর্পাস।

5. কর-সঞ্চয়ী স্থায়ী আমানত (FD)

কর-সঞ্চয়ী স্থায়ী আমানতগুলি ব্যাংকগুলি দ্বারা অফার করা হয় এবং 5 বছরের জন্য লক-ইন সময়কাল থাকে। এই আমানতের উপর অর্জিত সুদ করযোগ্য, তবে তারা ধারা 80C এর অধীনে কর কর্তন প্রদান করে।

• কর সুবিধা:

- কর-সঞ্চয়ী FD গুলিতে অবদান ধারা 80C এর অধীনে (₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত) কর কর্তনের জন্য যোগ্য।
- অর্জিত সুদ ব্যক্তির আয়কর স্ল্যাব অনুসারে কর সাপেক্ষ।

৬. প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্প (SCSS)

SCSS হল ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি সরকার-সমর্থিত সঞ্চয় প্রকল্প। এটি নিয়মিত আয় প্রদান করে এবং অন্যান্য বেশিরভাগ সঞ্চয় প্রকল্পের তুলনায় উচ্চ সুদের হার প্রদান করে।

• কর সুবিধা:

- SCSS-এ অবদান ধারা 80C (₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত) এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।
- অর্জিত সুদ করযোগ্য।

৭. সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY)

SSY হল একটি সঞ্চয় প্রকল্প যা কন্যা সন্তানের পিতামাতাদের জন্য। এটি উচ্চ সুদের হার এবং কর সুবিধা প্রদান করে এবং এই প্রকল্পে মেয়েটির ২১ বছর বয়স না হওয়া বা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত লক-ইন সময়কাল থাকে।

• কর সুবিধা:

- SSY-তে অবদান ধারা 80C এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।
- অর্জিত সুদ করমুক্ত।
- মেয়াদপূর্তির অর্থও করমুক্ত।

৮. জীবন বীমা প্রিমিয়াম

জীবন বীমা পলিসির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম, যার মধ্যে রয়েছে টার্ম প্ল্যান, এনডাউমেন্ট প্ল্যান এবং ইউনিট-লিঙ্কড বীমা প্ল্যান (ULIP) ধারা ৮০C এর অধীনে কর ছাড়ের যোগ্য।

• কর সুবিধা:

জীবন বীমা পলিসির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম ধারা ৮০C এর অধীনে (₹১.৫ লক্ষ পর্যন্ত) কর্তনযোগ্য।

জীবন বীমা পলিসির মেয়াদপূর্তি আয় ধারা ১০(১০D) এর অধীনে করমুক্ত, কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

৯. করমুক্ত বন্ড

ভারতীয় রেলওয়ে, পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (PFC) এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলি করমুক্ত বন্ড জারি করে। এই বন্ডগুলি নির্দিষ্ট রিটার্ন প্রদান করে এবং অর্জিত সুদ করমুক্ত।

• **কর সুবিধা:**

- এই বন্ডগুলিতে অর্জিত সুদ করমুক্ত, যদিও মূল বিনিয়োগ কর ছাড়ের যোগ্য নয়।

১০. ইউনিট-লিঙ্কড বীমা পরিকল্পনা (ULIP)

ULIP হল বীমা এবং বিনিয়োগ পণ্যের সংমিশ্রণ। প্রিমিয়ামের একটি অংশ জীবন বীমাতে যায়, বাকি অংশ ইক্যুইটি, ঋণ বা ব্যালেন্সড ফান্ডের মতো বিভিন্ন তহবিলে বিনিয়োগ করা হয়।

• **কর সুবিধা:**

ULIP-এর জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম ধারা 80C (₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত) এর অধীনে কর ছাড়ের যোগ্য।

- পরিপক্কতার আয় ধারা 10(10D) এর অধীনে করমুক্ত, কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

১১. ৫ বছরের পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট (POTD)

পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট ৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড সহ একটি নির্দিষ্ট হারে রিটার্ন প্রদান করে। এটি ভারত সরকার দ্বারা সমর্থিত একটি নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্প।

• কর সুবিধা:

- ৫ বছরের পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিটে অবদান ধারা ৮০C এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।
- অর্জিত সুদ করযোগ্য।

১২. গৃহ ঋণের মূল পরিশোধ

গৃহ ঋণের মূল পরিশোধ ধারা ৮০C এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য।

কর সুবিধা:

গৃহ ঋণের জন্য করা মূল পরিশোধ ধারা ৮০C এর অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য (₹১.৫ লক্ষ পর্যন্ত)।

অতিরিক্তভাবে, ধারা ২৪(খ) গৃহ ঋণের সুদের উপর ₹২ লক্ষ পর্যন্ত ছাড়ের প্রস্তাব দেয়।

১৩. দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান

দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা তহবিলে প্রদত্ত অনুদান ধারা ৮০জি এর অধীনে কর কর্তনের যোগ্য। নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট তহবিলে অনুদানের জন্য এই কর্তন উপলব্ধ।

• **কর সুবিধা:**

- যোগ্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুদান ধারা ৮০জি এর অধীনে কর কর্তনের যোগ্য। প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে এই কর্তন দানের পরিমাণের ৫০% থেকে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

উপসংহার:

ভারত ব্যক্তিদের করযোগ্য আয় কমাতে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি কর-সঞ্চয় প্রকল্প প্রদান করে। এই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই আয়কর আইনের ধারা ৮০সি এর অধীনে কর কর্তনের প্রস্তাব দেয়, যার সামগ্রিক সীমা প্রতি আর্থিক বছরে ₹১.৫ লক্ষ। অতিরিক্তভাবে, কিছু প্রকল্পের নিজস্ব নির্দিষ্ট কর সুবিধা রয়েছে, যেমন কর-মুক্ত সুদ বা রিটার্ন। সঠিক কর-সঞ্চয় প্রকল্প নির্বাচন করা ব্যক্তিগত আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বিনিয়োগের দিগন্তের উপর নির্ভর করে।

ব্যাংকিং অভিযোগ এবং ন্যায়পাল কী?

ব্যাংকিং প্রসঙ্গে, অভিযোগ বলতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগগুলিকে বোঝায় যা ব্যাংকিং পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করার সময় তাদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার বিষয়ে। অভিযোগটি বিভিন্ন দিক যেমন দুর্বল গ্রাহক পরিষেবা, ভুল চার্জ, লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব, অননুমোদিত লেনদেন, ঋণ বিতরণ, বা ব্যাংকিং সম্পর্কের সময় গ্রাহকদের সম্মুখীন হওয়া অন্য কোনও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

ন্যায্য এবং কাঠামোগতভাবে এই অভিযোগগুলি সমাধান করার জন্য, ন্যায়পাল হল সরকার বা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রক্রিয়া, যা ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে সরাসরি নিষ্পত্তি করা যায় না এমন অভিযোগগুলির দ্রুত, বিনামূল্যে এবং নিরপেক্ষ সমাধান প্রদান করে।

ব্যাংকিং ন্যায়পাল কী?

একজন ব্যাংকিং ন্যায়পাল হলেন একজন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ভারতে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক - আরবিআই) কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা যাঁকে ব্যাংকিং পরিষেবা সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগগুলি ন্যায্য এবং দক্ষভাবে সমাধান করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ন্যায়পাল একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে এবং নিশ্চিত করে যে গ্রাহকদের অভিযোগগুলি নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে সমাধান করা হয়।

দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি ব্যবস্থা প্রদানের জন্য আরবিআই ব্যাংকিং ন্যায়পাল প্রকল্প চালু করেছিল।

ভারতে পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী হওয়ার প্রক্রিয়া

পুঁজিবাজারে (যার মধ্যে স্টক মার্কেট, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অন্তর্ভুক্ত) বিনিয়োগ করা আপনার সম্পদ বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত উপায় হতে পারে। তবে, বিনিয়োগকারী হওয়ার আগে, আপনাকে প্রক্রিয়াটি বুঝতে হবে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম এবং প্রবিধানগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে।
পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী হওয়ার জন্য এখানে ধাপে ধাপে নির্দেশিকা রয়েছে:

ধাপ ১: পুঁজিবাজারের মূল বিষয়গুলি বুঝুন
বিনিয়োগ করার আগে, উপলব্ধ বাজার এবং আর্থিক উপকরণগুলির ধরণগুলি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

• স্টক মার্কেট (ইকুইটি): পাবলিকলি তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির শেয়ার কেনা।

ঋণ উপকরণ (বন্ড): সরকার বা কোম্পানি দ্বারা জারি করা বন্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ।

মিউচুয়াল ফান্ড: পেশাদার তহবিল পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের একটি পুলে বিনিয়োগ করা, যা স্টক, বন্ড এবং অন্যান্য সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে।

• ডেরিভেটিভস: ফিউচার এবং অপশন চুক্তি যা মূল্যের ওঠানামা হেজ বা অনুমান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধাপ ২: একটি প্যান (স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর) প্রাপ্ত করুন
পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সহ সমস্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য একটি প্যান প্রয়োজন। এটি আয়কর বিভাগ কর্তৃক জারি করা একটি অনন্য শনাক্তকরণ নম্বর।

ধাপ ৩: একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলুন
একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ("ডিমেটেরিয়ালাইজড অ্যাকাউন্ট" এর সংক্ষিপ্ত রূপ) আপনার সিকিউরিটিগুলিকে ইলেকট্রনিক ফর্ম্যাটে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং বন্ডে ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজন। ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ছাড়া, আপনি স্টক মার্কেটে সিকিউরিটি কিনতে বা বিক্রি করতে পারবেন না।

• ভারতের জনপ্রিয় ডিপি:
ও ব্যাংক (যেমন, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক)
ও স্টকব্রোকার (যেমন, জেরোধা, আপস্টক্স, শেয়ারখান)
ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থ ধাপ: একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন
স্টক মার্কেটে সিকিউরিটি কেনা এবং বিক্রি করার জন্য একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন। এটি আপনাকে স্টক, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদির জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার দেওয়ার অনুমতি দেয়। আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং স্টক মার্কেটের মধ্যে সিকিউরিটি স্থানান্তরের সুবিধার্থে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটি আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা থাকে।

একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলার পদক্ষেপ:

১. একটি স্টকব্রোকার নির্বাচন করুন: একটি স্টকব্রোকার বা SEBI-তে নিবন্ধিত একটি ব্রোকারেজ ফার্ম এবং NSE বা BSE-এর মতো একটি এক্সচেঞ্জ নির্বাচন করুন।
২. KYC নথি প্রদান করুন: PAN, পরিচয়ের প্রমাণ, ঠিকানার প্রমাণ এবং ব্যাঙ্কের বিবরণ।
৩. ব্রোকারের সাথে চুক্তিটি সম্পূর্ণ করুন।
৪. আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করুন যা আপনি সিকিউরিটিজ কেনার জন্য ব্যবহার করতে চান।
• ভারতের জনপ্রিয় স্টকব্রোকার:

- Zerodha, Angel One, Upstox, ICICI Direct, HDFC সিকিউরিটিজ, ইত্যাদি।

পদক্ষেপ ৫: KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন
KYC সমস্ত আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া। এটি বিনিয়োগকারীর পরিচয় যাচাই করতে এবং আর্থিক জালিয়াতি কমাতে সহায়তা করে। আপনার ব্রোকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে KYC প্রক্রিয়াটি অনলাইন বা অফলাইনে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ধাপ ৫: KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন
KYC হল সমস্ত আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর জন্য একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া। এটি বিনিয়োগকারীর পরিচয় যাচাই করতে এবং আর্থিক জালিয়াতি কমাতে সাহায্য করে। আপনার ব্রোকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে KYC প্রক্রিয়াটি অনলাইন বা অফলাইনে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

পদক্ষেপ ৬: আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা করুন
বিনিয়োগ শুরু করার আগে, আপনাকে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা করতে হবে। আপনি নিম্নলিখিত মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন:
• ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টে ব্যাংক স্থানান্তর (NEFT/RTGS/IMPS)
• ব্রোকারেজ যদি এটি সমর্থন করে তবে UPI স্থানান্তর।
• চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট (কিছু ক্ষেত্রে)।

উপসংহার:
পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী হওয়া একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া যার মধ্যে সঠিক অ্যাকাউন্ট স্থাপন, বাজার বোঝা এবং বিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগ করা জড়িত। সঠিক পদ্ধতি, ধৈর্য এবং ক্রমাগত শেখার মাধ্যমে, আপনি এমন একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন যা আপনার আর্থিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বদা নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে বিনিয়োগ করছেন এবং প্রয়োজনে পেশাদার পরামর্শ নিন।

আইপিও (প্রাথমিক পাবলিক অফারিং) কী?
প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি বেসরকারি কোম্পানি প্রথমবারের মতো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়ে জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার অফার করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কোম্পানি শেয়ার আকারে মালিকানার অংশীদারিত্বের বিনিময়ে পাবলিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে।

যখন একটি কোম্পানি পাবলিক করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এটি একটি ব্যক্তিগতভাবে অধিষ্ঠিত সত্তা থেকে পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। এটি কোম্পানিকে মূলধনের একটি বিস্তৃত পুল অ্যাক্সেস করতে দেয় এবং পাবলিক বিনিয়োগকারীদের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনা এবং বিক্রি করার সুযোগ প্রদান করে।

আইপিওর সুবিধা:

১. মূলধন সংগ্রহ:
ও আইপিওর প্রাথমিক সুবিধা হল প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করার ক্ষমতা। এই অর্থ সম্প্রসারণ, অধিগ্রহণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, ঋণ হ্রাস বা কার্যকরী মূলধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. তরলতা:
ও আইপিও কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, প্রাথমিক বিনিয়োগকারী এবং স্টক অপশন ধারণকারী কর্মচারীদের সহ বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের তরলতা প্রদান করে। এই শেয়ারহোল্ডাররা এখন খোলা বাজারে তাদের শেয়ার বিক্রি করতে পারবেন।

৩. জনসাধারণের কাছে প্রকাশ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা:
স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার ফলে কোম্পানির দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায় এবং এর খ্যাতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি ফলো-আপ পাবলিক অফার বা ঋণ ইস্যুর মাধ্যমে ভবিষ্যতে তহবিল সংগ্রহের সহজতর সুযোগ তৈরি করতে পারে।

৪. কর্মচারী সুবিধা:
আইপিও প্রায়শই কর্মীদের স্টক অপশন বা ইক্যুইটি প্রদান করে, যা কোম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

৫. একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ:

কোম্পানি অধিগ্রহণ বা একত্রীকরণের জন্য তার শেয়ার মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

IPO-এর ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ:

১. বাজারের অস্থিরতা:

IPO-এর পরে শেয়ারের দাম ওঠানামা করতে পারে এবং প্রত্যাশার চেয়ে কম চাহিদা থাকতে পারে। IPO-পরবর্তী স্টকের কর্মক্ষমতায় বাজারের পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. উচ্চ খরচ:
IPO প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল। কোম্পানিগুলিকে বিনিয়োগ ব্যাংকারদের, আইনি ফি, অ্যাকাউন্টিং ফি এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতির খরচ দিতে হয়। কোম্পানিকে বিনিয়োগকারী সম্পর্ক এবং বিপণনের জন্যও খরচ বহন করতে হয়।

৩. নিয়ন্ত্রণ হারানো:

কোম্পানিটি পাবলিক হয়ে গেলে, মূল মালিকরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হারান, কারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার এবং কোম্পানির সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকবে।

৪. নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাই:
পাবলিক কোম্পানিগুলি কঠোর নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অধীন। তাদের নিয়মিত আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে, বিভিন্ন প্রবিধান মেনে চলতে হবে এবং নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যা বোঝা হতে পারে।

৫. কার্য সম্পাদনের চাপ:
পাবলিক কোম্পানিগুলি বিনিয়োগকারী এবং বিশ্লেষকদের দ্বারা ক্রমাগত তদন্তের অধীনে থাকে। ত্রৈমাসিক আর্থিক লক্ষ্য পূরণের চাপ দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিখ্যাত আইপিওর উদাহরণ:
১. ফেসবুক (২০১২): ফেসবুকের আইপিও ১৬ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিল, যা সেই সময়ের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত আইপিওগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।
২. আলিবাবা (২০১৪): আলিবাবার আইপিও ২৫ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিল, যা এটিকে সেই সময়ের ইতিহাসের বৃহত্তম আইপিও করে তুলেছিল।
৩. জোমাটো (২০২১): ভারতীয় খাদ্য সরবরাহ প্ল্যাটফর্ম জোমাটো তার আইপিওর মাধ্যমে প্রায় ₹৯,৩৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল।
৪. নোকিয়া (১৯৯৯): সেই সময়ে ইউরোপের বৃহত্তম আইপিওগুলির মধ্যে একটি, নোকিয়ার আইপিও অত্যন্ত সফল হয়েছিল এবং এটিকে একটি প্রভাবশালী মোবাইল ফোন কোম্পানিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল।

উপসংহার:
আইপিও একটি কোম্পানির জন্য মূলধন সংগ্রহের এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার বাজারে কোম্পানির প্রাথমিক দিনগুলিতে শেয়ার কেনার একটি উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ। যদিও আইপিওগুলি উল্লেখযোগ্য রিটার্নের সম্ভাবনা প্রদান করে, বাজারের অস্থিরতা এবং একটি কোম্পানির ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতার অনিশ্চয়তার কারণে ঝুঁকিও বহন করে। অতএব, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রতিটি আইপিও সাবধানে গবেষণা এবং মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

FPO (ফলো-অন পাবলিক অফারিং) কী?
ফলো-অন পাবলিক অফারিং (FPO) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি কোম্পানি যারা ইতিমধ্যেই পাবলিক হয়ে গেছে তারা তাদের প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO) এর পরে জনসাধারণের কাছে অতিরিক্ত শেয়ার ইস্যু করে। FPO এর উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের কাছ থেকে আরও মূলধন সংগ্রহ করা, হয় আরও ইক্যুইটি অফার করে অথবা বাজারে অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রি করে।

IPO এর বিপরীতে, যা প্রথমবারের মতো একটি কোম্পানি জনসাধারণের কাছে তার শেয়ার অফার করে, একটি FPO ইতিমধ্যেই স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানিকে আরও শেয়ার ইস্যু করার অনুমতি দেয়। এটি কোম্পানিকে সম্প্রসারণ, ঋণ পরিশোধ, অধিগ্রহণ বা অন্যান্য কর্পোরেট উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করতে সহায়তা করে।

FPO এর প্রকার:

FPO দুটি প্রধান ধরণের:

১. ডাইলুটিভ এফপিও:

- ডাইলুটিভ এফপিওতে, কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য নতুন শেয়ার ইস্যু করে। এটি মোট বকেয়া শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যা বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানার শতাংশকে হ্রাস করে।
- ডাইলুটিভ এফপিও এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল কোম্পানির জন্য অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহ করা। সংগৃহীত মূলধন ঋণ হ্রাস, ব্যবসা সম্প্রসারণ, অথবা কার্যকরী মূলধনের মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. নন-ডাইলুটিভ এফপিও:

- একটি নন-ডাইলুটিভ এফপিওতে, বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডাররা (যেমন প্রোমোটার, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বা প্রাইভেট ইকুইটি বিনিয়োগকারীরা) নতুন শেয়ার ইস্যু করার পরিবর্তে তাদের শেয়ার জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে। এই ক্ষেত্রে, বকেয়া শেয়ারের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে এবং কোম্পানি নিজেই কোনও নতুন মূলধন সংগ্রহ করে না।
- একটি নন-ডাইলুটিভ এফপিওর প্রাথমিক লক্ষ্য হল বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের তাদের হোল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে বা আংশিকভাবে লিকুইডেট করার অনুমতি দেওয়া।

FPO-এর সুবিধা:

১. অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ:

কোম্পানীর জন্য FPO-এর প্রাথমিক সুবিধা হল অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা। তহবিলগুলি ঋণ পরিশোধ, বৃদ্ধির উদ্যোগের অর্থায়ন, অথবা অধিগ্রহণের জন্য তহবিল সংগ্রহের মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. বর্ধিত তরলতা:

আরও শেয়ার ইস্যু করে বা বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের তাদের হোল্ডিং বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে, FPO বাজারে কোম্পানির শেয়ারের ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা বৃদ্ধি করে।

৩. বর্ধিত বাজার দৃশ্যমানতা:

একটি IPO, একটি IPO-এর মতো, বাজারে কোম্পানির দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করতে পারে, যা বিনিয়োগকারী এবং বিশ্লেষকদের কাছে এটিকে আরও সুপরিচিত করে তোলে।

৪. বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুযোগ:

একটি FPO বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের তাদের শেয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিক্রি করার এবং তাদের বিনিয়োগ থেকে লাভ অর্জনের সুযোগ প্রদান করে।

একটি FPO-এর ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ:

১. মালিকানার হ্রাস (dilutive FPO-এর ক্ষেত্রে):

একটি dilutive FPO-তে, কোম্পানিতে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানার শতাংশ হ্রাস পায় কারণ মোট শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটদানের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

২. বাজার প্রতিক্রিয়া:
বিনিয়োগকারীরা যদি মনে করেন যে আর্থিক সমস্যার কারণে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত শেয়ার ইস্যু করছে, তাহলে তারা একটি FPO-কে নেতিবাচকভাবে দেখতে পারেন। এর ফলে স্টকের দাম হ্রাস পেতে পারে বা বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের অভাব হতে পারে।

৩. শেয়ারের অতিরিক্ত মূল্য:
একটি নন–dilutive FPO-তে, যদি বৃহৎ শেয়ারহোল্ডাররা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শেয়ার বিক্রি করে, তাহলে এটি একটি অতিরিক্ত মূল্য তৈরি করতে পারে, যা বাজারে আরও শেয়ার উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে স্টকের দামের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. অফারটির খরচ:
একটি IPO-এর মতো, একটি FPO-তে আন্ডাররাইটিং ফি, নিয়ন্ত্রক সম্মতি খরচ এবং অন্যান্য খরচ জড়িত। এই খরচগুলি উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
বিখ্যাত FPO-এর উদাহরণ:

১. রিলায়েন্স পাওয়ার (২০০৮):

রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের অংশ রিলায়েন্স পাওয়ার, তাদের প্রাথমিক IPO-এর পরে FPO-এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করেছিল।

২. ICICI ব্যাংক (২০০৮):

ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি ICICI ব্যাংক, সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি FPO পরিচালনা করেছিল।

৩. হিন্দুস্তান জিঙ্ক (২০০২):

হিন্দুস্তান জিঙ্ক সরকারের কাছে পূর্বে থাকা শেয়ার বিক্রি করার জন্য একটি FPO পরিচালনা করেছিল, যার ফলে জনসাধারণ সেই শেয়ারগুলি কিনতে পারত।

উপসংহার:

FPO হল একটি কোম্পানির জন্য আরও মূলধন সংগ্রহের একটি উপায় যা ইতিমধ্যেই পাবলিক হয়ে যাওয়ার পরে। এটি কোম্পানিগুলিকে সম্প্রসারণ তহবিল, ঋণ কমাতে বা বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের তরলতা প্রদানে সহায়তা করতে পারে। বিনিয়োগকারীদের জন্য, একটি FPO ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ প্রদান করে, যদিও হ্রাস বা বাজার প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিত। একটি IPO-এর মতো, একটি FPO-এর শর্তাবলী, কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য এবং বাজারের অবস্থার যত্ন সহকারে মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট কী?

ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট (ডিমেটেরিয়ালাইজড অ্যাকাউন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ) হল একটি ইলেকট্রনিক অ্যাকাউন্ট যা ডিজিটাল ফর্ম্যাটে সিকিউরিটিজ (যেমন স্টক, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, সরকারি সিকিউরিটিজ) ধারণ এবং পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ভৌত সার্টিফিকেটের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। আর্থিক বাজারে ট্রেড করতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট অপরিহার্য, কারণ এটি তাদের সিকিউরিটিজ ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ করে।

একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে, বিনিয়োগকারীরা শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করতে পারেন, যা ট্রেডিং প্রক্রিয়াকে ঐতিহ্যবাহী কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতির তুলনায় দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও দক্ষ করে তোলে।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY)

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY), 8 এপ্রিল, 2015-এ চালু হয়েছে, ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ যার লক্ষ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগের বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাকে উত্সাহিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উত্সাহিত করা। এই স্কিমটি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের স্কেলের ভিত্তিতে PMMY কে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: শিশু (₹50,000 পর্যন্ত ঋণ), কিশোর (₹50,001 থেকে ₹5 লাখ ঋণ), এবং তরুণ (₹5,00,001 থেকে ₹10 লাখ ঋণ)। এই স্কিমটি প্রাথমিকভাবে এমন ব্যক্তিদের জন্য জামানত-মুক্ত ঋণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাদের প্রায়ই তহবিলের আনুষ্ঠানিক উত্সগুলিতে অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে।

PMMY এর মূল উদ্দেশ্য:

1. আর্থিক সহায়তা: PMMY-এর লক্ষ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ছোট ব্যবসাগুলিকে তাদের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
2. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: এই স্কিমটি উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও স্কেল করতে সক্ষম করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
3. উদ্যোক্তা প্রচার: PMMY ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলিকে কার্যকর উদ্যোগে পরিণত করতে উত্সাহিত করে।

অর্জন এবং প্রভাব (আগস্ট 2021 অনুযায়ী):

1. ঋণ বিতরণ: PMMY উল্লেখযোগ্য ঋণ বিতরণের সুবিধা দিয়েছে, সারা দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে ক্ষমতায়ন করেছে। এর সূচনা থেকে, এই প্রকল্পের অধীনে 27.27 কোটিরও বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ₹15.71 লক্ষ কোটি।

2. ঋণগ্রহীতা জনসংখ্যা: এই স্কিমটি বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা এবং সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য উপকারী হয়েছে। প্রায় 70% সুবিধাভোগী নারী, যা নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখছে।

3. বিভাগ-ভিত্তিক বিতরণ: বেশিরভাগ ঋণ শিশু বিভাগের (₹50,000 পর্যন্ত) অধীনে পড়ে, এটি স্পষ্ট করে যে ছোট ঋণগুলি ক্ষুদ্র উদ্যোগের বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

4. সেক্টরাল ডিস্ট্রিবিউশন: PMMY এর অধীনে প্রদত্ত ঋণগুলি ব্যবসা, উত্পাদন, পরিষেবা, কৃষি এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিতরণ করা হয়। এটি অর্থনীতিতে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রভাব তুলে ধরে।

5. ভৌগলিক নাগাল: PMMY ব্যাপক ভৌগলিক কভারেজ অর্জন করেছে, যা শহুরে এবং গ্রামীণ উভয় এলাকার ব্যক্তিদের উপকৃত করছে। এটি ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

6. চাকরির সৃষ্টি: ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ছোট ব্যবসাকে সমর্থন করে, PMMY চাকরি সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, বিশেষ করে খুচরা, উৎপাদন এবং পরিষেবার মতো সেক্টরে।

চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা:

1. সচেতনতা এবং আউটরিচ: প্রত্যন্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকার সম্ভাব্য সুবিধাভোগীরা এই স্কিম এবং এর সুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন তা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।

2. ঋণ পরিশোধ: প্রকল্পের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাদের সমর্থন করার ক্ষমতার জন্য সময়মত ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার:

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা উদ্যোক্তাকে উন্নীত করতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালনা করার জন্য ভারতের প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঋণ বিতরণ, ঋণগ্রহীতা জনসংখ্যা এবং সেক্টরাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এই স্কিমের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি সারা দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ছোট ব্যবসাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এটির গুরুত্বকে নির্দেশ করে। যেহেতু ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর ফোকাস করে চলেছে, পিএমএমওয়াই ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে রয়ে গেছে, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তার সংস্কৃতিকে উত্সাহিত করে।

পুরানো নোট প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা।

Write a note on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna.

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (PMJDY) হল একটি ফ্ল্যাগশিপ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি স্কিম যা ভারত সরকার 28শে আগস্ট, 2014-এ চালু করেছে। এই বিস্তৃত প্রকল্পটির লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আর্থিক পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে যেগুলি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং খাত। PMJDY ব্যক্তিদের মৌলিক ব্যাঙ্কিং সুবিধা, বীমা কভারেজ এবং ক্রেডিট সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করার চেষ্টা করে। স্কিমটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবধান পূরণের সরকারের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সারিবদ্ধ।

PMJDY এর মূল উদ্দেশ্য:

1. ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে সর্বজনীন অ্যাক্সেস: PMJDY-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভারতের প্রতিটি পরিবারের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল এমন ব্যক্তিদের যারা আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়েছেন তাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ে আসা।

2. আর্থিক সাক্ষরতা এবং সচেতনতা: PMJDY এর লক্ষ্য হল অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা প্রচার করা যাতে তারা আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে এবং বুঝতে সক্ষম হয়।

3. ক্রেডিট অ্যাক্সেস: এই স্কিমটি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের, বিশেষ করে যারা আয়-উৎপাদনমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত, ছোট ব্যবসা এবং উদ্যোক্তাদের ক্রেডিট সুবিধা প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

4. বীমা কভারেজ: PMJDY অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের জন্য একটি নিরাপত্তা জাল প্রদান করতে অ্যাকাউন্টধারীদের দুর্ঘটনাজনিত বীমা কভারেজ এবং জীবন বীমা কভারেজ প্রদান করে।

মূল বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান:

1. জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট: PMJDY অ্যাকাউন্টগুলি শূন্য ব্যালেন্সের সাথে খোলা যেতে পারে, নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা প্রাথমিক আমানতের প্রয়োজনীয়তার কারণে বাধার সম্মুখীন না হয়।

2. RuPay ডেবিট কার্ড: অ্যাকাউন্টধারীরা একটি RuPay ডেবিট কার্ড পান, যা তাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে এবং এটিএম এবং বণিক প্রতিষ্ঠানে লেনদেন করতে সক্ষম করে।

3. ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT): এই স্কিমটি বিভিন্ন সরকারি ভর্তুকি এবং বেনিফিট হস্তান্তর প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে সুবিধাগুলি সরাসরি এবং দক্ষতার সাথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়।

4. ওভারড্রাফ্ট সুবিধা: সন্তোষজনক লেনদেনের ইতিহাস সহ অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা ₹10,000 পর্যন্ত একটি ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পেতে পারে, তাদের স্বল্পমেয়াদী ক্রেডিট প্রদান করে।

5. আর্থিক সাক্ষরতা এবং সচেতনতা প্রচারাভিযান: এই স্কিমটিতে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জ্ঞান দিয়ে ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপক আর্থিক শিক্ষার উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্জন এবং প্রভাব:

চালু হওয়ার পর থেকে, PMJDY ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে:

1. ব্যাপক অ্যাকাউন্ট খোলা: PMJDY সারা দেশে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার দিকে পরিচালিত করেছে, যা আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সহ ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

2. DBT সুবিধা: ভর্তুকি এবং সামাজিক কল্যাণ অর্থপ্রদানগুলি সরাসরি উদ্দিষ্ট সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্কিমটি দক্ষ এবং স্বচ্ছ প্রত্যক্ষ সুবিধা স্থানান্তরকে সহজ করেছে।

3. আর্থিক সাক্ষরতা: PMJDY-এর আর্থিক শিক্ষার উপাদান অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতার উন্নতিতে অবদান রেখেছে, তাদের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।

4. ক্রেডিট অ্যাক্সেস: PMJDY-এর অধীনে ওভারড্রাফ্ট সুবিধা এবং ক্রেডিট বিকল্পগুলি ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং জরুরী প্রয়োজন সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের ক্রেডিট অ্যাক্সেস প্রদান করেছে।
5. ডিজিটাল অর্থপ্রদান: PMJDY ডিজিটাল অর্থপ্রদানের প্রচারে এবং নগদ লেনদেনের উপর নির্ভরতা কমাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, একটি ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য সরকারের চাপে অবদান রেখেছে।
চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা:
যদিও PMJDY উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে:
1. নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট: PMJDY-এর অধীনে খোলা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় থাকে বা ন্যূনতম লেনদেন হয়। স্কিমের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের জন্য সক্রিয় ব্যবহারকে উৎসাহিত করা অপরিহার্য।
2. টেকসই আর্থিক সাক্ষরতা: ক্রমাগত আর্থিক সাক্ষরতা প্রচার করা এবং অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা আর্থিক পণ্যগুলিকে কার্যকরভাবে বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা একটি চলমান চ্যালেঞ্জ।
3. ডিজিটাল বিভাজন কাটিয়ে ওঠা: যদিও এই স্কিমটি ডিজিটাল লেনদেনকে উন্নীত করেছে, ডিজিটাল বিভাজন মোকাবেলা করা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল অবকাঠামোর অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।
উপসংহার:
আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকে ভারতের যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মৌলিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ক্রেডিট সুযোগ এবং বীমা কভারেজের অ্যাক্সেস প্রদান করে, এই প্রকল্পটি লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে। যাইহোক, PMJDY-এর সাফল্য আর্থিক সাক্ষরতার প্রচার, অ্যাকাউন্টের সক্রিয় ব্যবহারকে উৎসাহিত করা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় টেকসই প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হিসাবে, PMJDY সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নত জীবিকার পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

পুঁজি বাজার কী?
পুঁজি বাজার হল একটি আর্থিক বাজার যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং ইকুইটি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এটি ব্যবসা, সরকার এবং ব্যক্তিদের বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।
পুঁজি বাজারের মূল উপাদান:

১. প্রাথমিক বাজার – যেখানে নতুন সিকিউরিটিজ (স্টক, বন্ড) প্রথমবারের মতো জারি এবং বিক্রি করা হয়। উদাহরণ: একটি কোম্পানি একটি প্রাথমিক পাবলিক অফার (IPO) জারি করে।

২. মাধ্যমিক বাজার – যেখানে বিদ্যমান সিকিউরিটিজ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লেনদেন করা হয়। উদাহরণ: স্টক এক্সচেঞ্জে (NIFTY, BSE SENSEX, ইত্যাদি) স্টক কেনা-বেচা করা।

মূলধন বাজারের প্রকারভেদ:

• শেয়ার বাজার – ইকুইটি সিকিউরিটিজ (যেমন, কোম্পানির শেয়ার) লেনদেনের জন্য।
• বন্ড বাজার – ঋণ উপকরণ (যেমন, সরকার এবং কর্পোরেট বন্ড) লেনদেনের জন্য।

মূলধন বাজারের কার্যাবলী:

ব্যবসা এবং সরকারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সহজতর করে।
• বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ এবং সুদের মাধ্যমে রিটার্ন অর্জনে সহায়তা করে।
• সিকিউরিটিজ ক্রয় এবং বিক্রয় সক্ষম করে তরলতা প্রদান করে।
• দক্ষতার সাথে মূলধন বরাদ্দ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমর্থন করে।

অর্থ বাজার কী?
অর্থ বাজার হল আর্থিক বাজারের একটি অংশ যেখানে স্বল্পমেয়াদী ঋণ উপকরণ (এক বছর বা তার কম মেয়াদের) লেনদেন করা হয়। এটি ব্যবসা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তরলতা এবং স্বল্পমেয়াদী তহবিলের চাহিদা পরিচালনা করার উপায় প্রদান করে।

অর্থ বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য:
• অত্যন্ত তরল এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ উপকরণগুলির সাথে লেনদেন করে।
• স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন সমাধান প্রদান করে।
• উপকরণগুলির সাধারণত এক বছর বা তার কম মেয়াদের মেয়াদ থাকে।
• লেনদেনগুলি বেশিরভাগই কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে বা কাউন্টারের মাধ্যমে (OTC) পরিচালিত হয়।

সাধারণ অর্থ বাজার উপকরণ:
১. ট্রেজারি বিল (টি-বিল) – সরকার কর্তৃক জারি করা স্বল্পমেয়াদী ঋণ।
২. আমানতের সার্টিফিকেট (সিডি) – স্থির সুদের হার সহ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সময়কালীন আমানত।
৩. বাণিজ্যিক কাগজ – কর্পোরেশন কর্তৃক জারি করা স্বল্পমেয়াদী অসুরক্ষিত ঋণ।
৪. পুনঃক্রয় চুক্তি (রেপো) – সরকারি সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত স্বল্পমেয়াদী ঋণ।
৫. ব্যাংকারদের গ্রহণযোগ্যতা – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত ব্যাংক দ্বারা সমর্থিত টাইম ড্রাফ্ট।

মুদ্রা বাজারের কাজ:

• ব্যবসা এবং সরকারকে স্বল্পমেয়াদী তরলতার চাহিদা পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
• বিনিয়োগকারীদের উদ্‌বৃত্ত নগদের উপর রিটার্ন অর্জন করতে সক্ষম করে।
• মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে সহায়তা করে (যেমন, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ)।

• স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি নিরাপদ স্থান প্রদান করে আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

সিকিউরিটিজ কী?

সিকিউরিটিজ হল আর্থিক উপকরণ যা মালিকানা, পাওনাদার সম্পর্ক, অথবা মালিকানার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আর্থিক বাজারে কেনা, বিক্রি বা লেনদেন করা যায়। এগুলি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগের বাহন হিসেবে কাজ করে।
সিকিউরিটির প্রকার:

১. ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (স্টক)

এগুলি একটি কোম্পানিতে মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে এবং শেয়ারহোল্ডারদের লাভ এবং সম্পদের উপর দাবি প্রদান করে।
সাধারণ স্টক – শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের অধিকার রয়েছে এবং তারা লভ্যাংশ পেতে পারে।
পছন্দের স্টক – শেয়ারহোল্ডাররা স্থির লভ্যাংশ পান কিন্তু সাধারণত তাদের কোনও ভোটদানের অধিকার থাকে না।

২. ঋণ সিকিউরিটিজ (বন্ড এবং স্থির আয়ের উপকরণ)

এগুলি একজন বিনিয়োগকারীর দ্বারা ঋণগ্রহীতা (কর্পোরেশন, সরকার, ইত্যাদি) কে দেওয়া ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে।
• সরকারি বন্ড – সরকার কর্তৃক ইস্যু করা (যেমন, মার্কিন ট্রেজারি বন্ড, পৌর বন্ড)।
• কর্পোরেট বন্ড – মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানি কর্তৃক ইস্যু করা।
ঋণপত্র – শুধুমাত্র ইস্যুকারীর ঋণযোগ্যতার দ্বারা সমর্থিত অ-সুরক্ষিত বন্ড।
• ট্রেজারি বিল (টি-বিল) – এক বছর বা তার কম মেয়াদের স্বল্পমেয়াদী সরকারি সিকিউরিটিজ।

৩. ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ

এগুলি একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ (স্টক, পণ্য, সুদের হার, ইত্যাদি) থেকে তাদের মূল্য সংগ্রহ করে।
• বিকল্প – একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি সম্পদ ক্রয়/বিক্রয় করার অধিকার (কিন্তু বাধ্যবাধকতা নয়) প্রদানকারী চুক্তি।
• ফিউচার – একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে ভবিষ্যতের তারিখে একটি সম্পদ ক্রয়/বিক্রয় করার চুক্তি।
সোয়াপ – আর্থিক উপকরণ বিনিময়ের জন্য দুটি পক্ষের মধ্যে চুক্তি (যেমন, সুদের হার সোয়াপ)।

৪. হাইব্রিড সিকিউরিটিজ

এগুলি ইক্যুইটি এবং ঋণ সিকিউরিটিজ উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে।
রূপান্তরযোগ্য বন্ড – বন্ড যা কোম্পানির শেয়ারে রূপান্তরিত হতে পারে।
পছন্দের শেয়ার – বন্ডের মতো স্থির লভ্যাংশ সহ শেয়ার কিন্তু স্টকের মতো মালিকানার অধিকার।

৫. সম্পদ-সমর্থিত সিকিউরিটিজ (ABS)
এগুলি হল ঋণ বা প্রাপ্য সম্পদের মতো সম্পদের একটি পুল দ্বারা সমর্থিত আর্থিক উপকরণ।
বন্ধকী-সমর্থিত সিকিউরিটিজ (MBS) – বন্ধকী ঋণ দ্বারা সমর্থিত।
জামানতযুক্ত ঋণ বাধ্যবাধকতা (CDOs) – বন্ড এবং ঋণের মতো ঋণ উপকরণ দ্বারা সমর্থিত।

সিকিউরিটির গুরুত্ব:
• ব্যবসা এবং সরকারকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দিন।
বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করুন।
• বাজারের তরলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন।

মিউচুয়াল ফান্ড কী?
একটি মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি সমন্বিত বিনিয়োগ মাধ্যম যেখানে একাধিক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং পেশাদার তহবিল পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তহবিলটি স্টক, বন্ড এবং অন্যান্য সম্পদের মতো সিকিউরিটির বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগকারীরা তহবিলের ইউনিট বা শেয়ার পান এবং তাদের রিটার্ন তহবিলের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মিউচুয়াল ফান্ডের প্রকার
১. সম্পদ শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে:
• ইক্যুইটি ফান্ড – প্রাথমিকভাবে স্টকে বিনিয়োগ করুন, উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদান করে কিন্তু উচ্চ ঝুঁকি প্রদান করে।
ডেট ফান্ড – বন্ড এবং ট্রেজারি বিলের মতো স্থির-আয়ের সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করুন, কম ঝুঁকি সহ স্থিতিশীল রিটার্ন প্রদান করে।
হাইব্রিড ফান্ড (ব্যালেন্সড ফান্ড) – ঝুঁকি এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইক্যুইটি এবং ঋণ যন্ত্রের মিশ্রণে বিনিয়োগ করুন।

মানি মার্কেট ফান্ড – ট্রেজারি বিল এবং বাণিজ্যিক কাগজপত্রের মতো স্বল্পমেয়াদী, উচ্চ-তরলতা যন্ত্রগুলিতে বিনিয়োগ করুন।

২. **বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে:**
• গ্রোথ ফান্ড – ইকুইটিতে বিনিয়োগ করে মূলধন বৃদ্ধির উপর মনোযোগ দিন।
• আয় তহবিল – বন্ড থেকে লভ্যাংশ এবং সুদের মাধ্যমে নিয়মিত আয় তৈরি করার লক্ষ্য রাখুন।
• লিকুইড ফান্ড – স্বল্পমেয়াদী ঋণ উপকরণে বিনিয়োগ করে ন্যূনতম ঝুঁকি সহ উচ্চ তরলতা প্রদান করুন।

৩. **কাঠামোর উপর ভিত্তি করে:**
• ওপেন-এন্ডেড ফান্ড – বিনিয়োগকারীরা বর্তমান নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) তে যেকোনো সময় ইউনিট কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন।

• ক্লোজড-এন্ডেড ফান্ড – একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার থাকে এবং নিয়মিত স্টকের মতো স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়।
ইন্টারভাল ফান্ড – ওপেন- এবং ক্লোজড-এন্ডেড ফান্ডের মিশ্রণ, নির্দিষ্ট বিরতিতে ক্রয়/রিডেম্পশনের অনুমতি দেয়।

4. ঝুঁকি প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে:
• কম-ঝুঁকি তহবিল – সরকারি বন্ড, অর্থ বাজার যন্ত্র এবং উচ্চ-রেটেড কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করুন।
মাঝারি-ঝুঁকি তহবিল – ইকুইটি এবং স্থির-আয়ের সিকিউরিটির মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত করুন।
• উচ্চ-ঝুঁকি তহবিল – আক্রমণাত্মক বৃদ্ধির স্টক, উদীয়মান বাজার এবং সেক্টর-নির্দিষ্ট তহবিলে বিনিয়োগ করুন।

মিউচুয়াল ফান্ডের সুবিধা:

• বৈচিত্র্যকরণ – একাধিক সম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করে।
পেশাদার ব্যবস্থাপনা – তহবিল পরিচালকরা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।
তরলতা – ওপেন-এন্ডেড তহবিল সহজে ক্রয়-বিক্রয় করতে সাহায্য করে।
অ্যাক্সেসযোগ্যতা – নতুন এবং অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।

ভারতে বিভিন্ন ধরণের সরকারি কর-সঞ্চয় প্রকল্প
ভারত সরকার সঞ্চয়কে উৎসাহিত করতে এবং আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি কর-সঞ্চয় বিনিয়োগ প্রকল্প অফার করে। এই প্রকল্পগুলি ব্যক্তিদের ধারা 80C, 80D এবং আয়কর আইনের অন্যান্য ধারার অধীনে কর দায় কমাতে সাহায্য করে।
1. পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (PPF)
• কর সুবিধা: ধারা 80C এর অধীনে অব্যাহতি-মুক্তি-মুক্তি (EEE)
• মেয়াদ: 15 বছর (5 বছরের ব্লকে বর্ধিত করা যেতে পারে)।
• রিটার্ন: সরকার-নির্ধারিত সুদের হার (কর-মুক্ত)।
2. কর্মচারী ভবিষ্যনিধি (EPF) এবং স্বেচ্ছাসেবী ভবিষ্যনিধি (VPF)
• কর সুবিধা: ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত অবদান ধারা 80C কর্তনের জন্য যোগ্য।
• সুদ: 5 বছর একটানা চাকরির পরে উত্তোলন করা হলে কর-মুক্ত।
৩. জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা (NPS)
• কর সুবিধা: ধারা ৮০সি এর অধীনে ₹১.৫ লক্ষ পর্যন্ত + ধারা ৮০সিসিডি(১বি) এর অধীনে অতিরিক্ত ₹৫০,০০০।
• রিটার্ন: বাজার-সংযুক্ত, ৩ বছর পরে আংশিক উত্তোলন অনুমোদিত।
4. সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY)
• কন্যা সন্তানের পিতামাতার জন্য।
• কর সুবিধা: EEE অবস্থা, ধারা 80C এর অধীনে কর্তন।
• মেয়াদ: মেয়ের বয়স 21 বছর না হওয়া পর্যন্ত।

5. প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্প (SCSS)

• 60+ বছর বয়সী নাগরিকদের জন্য।
• কর সুবিধা: ধারা 80C এর অধীনে কর্তন।
মেয়াদ: 5 বছর (3 বছর বৃদ্ধিযোগ্য)।

6. জাতীয় সঞ্চয় শংসাপত্র (NSC)
• কর সুবিধা: ধারা 80C এর অধীনে ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত।
মেয়াদ: 5 বছর।
• সুদ: স্থায়ী এবং বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি (করযোগ্য)।
7. কর-সঞ্চয়কারী স্থায়ী আমানত (FD)
• কর সুবিধা: ধারা 80C এর অধীনে ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত।
লক-ইন: 5 বছর।
• সুদ: করযোগ্য।

৮. ইক্যুইটি-লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
• কর সুবিধা: ধারা ৮০সি এর অধীনে ₹১.৫ লক্ষ পর্যন্ত।
• লক-ইন: ৩ বছর (৮০সি বিকল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম)।
• রিটার্ন: বাজার-লিঙ্কড (উচ্চতর রিটার্ন সম্ভাবনা)।

৯. প্রধানমন্ত্রী বয় বন্দনা যোজনা (PMVVY)
• প্রবীণ নাগরিকদের জন্য (৬০+ বছর)।
• কর সুবিধা: সুদ করযোগ্য, তবে বিনিয়োগ কর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে।
• মেয়াদ: ১০ বছর।
১০. স্বাস্থ্য বীমা (মেডিক্লেইম) - ধারা ৮০ডি
• কর সুবিধা:
o নিজের, স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য ₹২৫,০০০ ছাড়।
o প্রবীণ নাগরিক পিতামাতার জন্য ₹৫০,০০০ ছাড়।

ভারতে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (PPF)

পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (PPF) হল একটি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প যা ভারত সরকার ১৯৬৮ সালে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের অধীনে চালু করে। এটি কর সুবিধা এবং ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদানের পাশাপাশি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। PPF হল একটি সরকার-সমর্থিত বিনিয়োগ, যা এটিকে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল রিটার্ন চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য একটি পছন্দের পছন্দ করে তোলে।
এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৫ বছর, যা ৫ বছরের ব্লকে বাড়ানো যেতে পারে। বিনিয়োগকারীরা প্রতি আর্থিক বছরে সর্বনিম্ন ₹৫০০ এবং সর্বোচ্চ ₹১.৫ লক্ষ টাকা অবদান রাখতে পারেন। সুদের হার সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ত্রৈমাসিকভাবে সংশোধিত হয়। PPF-এর সবচেয়ে বড় সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল এর কর-মুক্ত অবস্থা - ধারা 80C এর অধীনে অবদান ছাড়ের যোগ্য, এবং অর্জিত সুদ এবং মেয়াদপূর্তির পরিমাণ উভয়ই কর-মুক্ত।

PPF সপ্তম বছর থেকে আংশিক উত্তোলন এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত ঋণ সুবিধাও প্রদান করে। এটি অবসর পরিকল্পনা, শিশুদের শিক্ষা এবং সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য একটি আদর্শ বিনিয়োগ। যেহেতু এটি সরকার দ্বারা সমর্থিত, তাই এটি নিশ্চিত রিটার্ন সহ দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক নিরাপত্তা খুঁজছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগের বিকল্প।

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (NSC)

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (NSC) হল একটি সরকার-সমর্থিত স্থির-আয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প যা সারা ভারত জুড়ে ডাকঘরে পাওয়া যায়। এটি আয়কর আইনের ধারা 80C এর অধীনে কর সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়ের বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

NSC এর মূল বৈশিষ্ট্য:
মেয়াদ: 5 বছর।
বিনিয়োগের সীমা: কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই; সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ₹1,000 থেকে শুরু হয়।
সুদের হার: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে কিন্তু মেয়াদপূর্তিতে প্রদান করা হয়।

কর সুবিধা:
• প্রতি বছর ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত বিনিয়োগ ধারা 80C কর্তনের জন্য যোগ্য।
অর্জিত সুদ করযোগ্য তবে কর সুবিধার জন্য পুনঃবিনিয়োগ করা যেতে পারে (গত বছর ব্যতীত)।
✔সুরক্ষা: ভারত সরকার দ্বারা সমর্থিত, এটি একটি নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্প।
✔ঋণ সুবিধা: ব্যাংক থেকে ঋণের জন্য জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
✔অকাল প্রত্যাহার: বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন, ধারকের মৃত্যু) ব্যতীত অনুমোদিত নয়।

ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
একটি ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS) হল এক ধরণের মিউচুয়াল ফান্ড যা মূলত ইক্যুইটি (স্টক) তে বিনিয়োগ করে এবং আয়কর আইনের ধারা 80C এর অধীনে কর সুবিধা প্রদান করে। এটি কর সাশ্রয়ের পাশাপাশি উচ্চতর রিটার্ন খুঁজছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি জনপ্রিয় কর-সঞ্চয় বিনিয়োগ বিকল্প।

ELSS এর মূল বৈশিষ্ট্য:
• কর সুবিধা: প্রতি বছর ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত বিনিয়োগ ধারা 80C কর্তনের জন্য যোগ্য।
লক-ইন সময়কাল: 3 বছর (সকল কর-সঞ্চয় বিকল্পের মধ্যে সবচেয়ে কম)।
• রিটার্ন: বাজার-সংযুক্ত, স্থির-আয়কর-সঞ্চয় স্কিমগুলির তুলনায় উচ্চতর রিটার্নের সম্ভাবনা সহ।
বিনিয়োগ মোড: এককালীন বা সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ফ্যাক্টর: PPF বা NSC এর তুলনায় উচ্চ ঝুঁকি, কারণ রিটার্ন স্টক মার্কেটের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে।

লাভের উপর কর: ₹1 লক্ষের উপরে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) 10% হারে কর ধার্য করা হয়।

ভারতে অবসরকালীন সুবিধা প্রকল্প

ভারতে অবসরকালীন সুবিধা প্রকল্পগুলি ব্যক্তিদের অবসর গ্রহণের পরে আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি ব্যক্তিদের তাদের কর্মজীবনে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে, অবসর গ্রহণের পরে স্থিতিশীল আয় নিশ্চিত করে।

ভারতে অবসরকালীন সুবিধা প্রকল্পের প্রকার:

১. কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল (EPF)

• বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য একটি সরকার-নির্ধারিত অবসরকালীন সঞ্চয় প্রকল্প।
• নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়ই বেতনের ১২% অবদান রাখেন।
ধারা ৮০C এর অধীনে কর সুবিধা, এবং ৫ বছর পরে উত্তোলন করলে সুদ করমুক্ত।

২. পাবলিক প্রভিডেন্ট তহবিল (PPF)

• ১৫ বছরের মেয়াদ (বর্ধিতযোগ্য) সহ একটি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প।
সরকার দ্বারা সমর্থিত, করমুক্ত সুদ এবং উত্তোলন প্রদান করে।
স্ব-কর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি এবং EPF ছাড়া যাদের জন্য উপযুক্ত।

৩. জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা (NPS)

• PFRDA দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি বাজার-সংযুক্ত পেনশন প্রকল্প।
• ধারা 80C এবং 80CCD(1B) এর অধীনে কর সুবিধা প্রদান করে (অতিরিক্ত ₹50,000 কর্তন)।
• আংশিক উত্তোলন অনুমোদিত, এবং অবসর গ্রহণের সময় বার্ষিকী ক্রয় করতে হবে।

4. অটল পেনশন যোজনা (APY)

• নিম্ন আয়ের কর্মীদের জন্য সরকার-সমর্থিত পেনশন প্রকল্প।
• অবসর গ্রহণের পর প্রতি মাসে ₹1,000 থেকে ₹5,000 পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট পেনশন প্রদান করে।
• অবদান প্রবেশের বয়সের উপর ভিত্তি করে।

5. প্রবীণ নাগরিকদের সঞ্চয় প্রকল্প (SCSS)

• 60 বছর এবং তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ।
• নির্দিষ্ট 5 বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির বিকল্প সহ।
• সুদ করযোগ্য, তবে আমানত ধারা 80C কর্তনের জন্য যোগ্য।

উপসংহার:

ভারতে অবসরকালীন স্কিমগুলি বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য স্থির-আয় এবং বাজার-সংযুক্ত বিকল্পগুলির মিশ্রণ অফার করে। সঠিক স্কিম নির্বাচন ঝুঁকির প্রবণতা, বিনিয়োগের দিগন্ত এবং অবসরকালীন লক্ষ্যের মতো বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

ভারতে নতুন পেনশন স্কিম (NPS), যা এখন জাতীয় পেনশন সিস্টেম (NPS) নামে পরিচিত, এটি একটি সরকার-সমর্থিত, বাজার-সংযুক্ত অবসর সঞ্চয় প্রকল্প যা 2004 সালে পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (PFRDA) দ্বারা চালু করা হয়েছিল। এটি প্রথমে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছিল কিন্তু পরে বেসরকারি খাতের কর্মচারী এবং স্ব-কর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি সহ সকল ভারতীয় নাগরিকের জন্য প্রসারিত করা হয়।

NPS এর মূল বৈশিষ্ট্য:
যোগ্যতা: 18-70 বছর বয়সী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত।
অ্যাকাউন্টের ধরণ:
• টিয়ার-I অ্যাকাউন্ট: বাধ্যতামূলক, উত্তোলনের উপর বিধিনিষেধ সহ (অবসরকালীন সঞ্চয়ের জন্য)।

টিয়ার-II অ্যাকাউন্ট: ঐচ্ছিক, নমনীয় উত্তোলন সহ (সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের মতো)।
✔ বিনিয়োগের বিকল্প: তহবিল ইক্যুইটি, কর্পোরেট বন্ড এবং সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়, যা পেশাদার তহবিল পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
✔ রিটার্ন: বাজার-সংযুক্ত (PPF এবং EPF এর মতো ঐতিহ্যবাহী অবসর প্রকল্পের চেয়ে বেশি)।
✔কর সুবিধা:
• ধারা 80C এর অধীনে ₹1.5 লক্ষ পর্যন্ত ছাড়।
• ধারা 80CCD(1B) এর অধীনে অতিরিক্ত ₹50,000 ছাড়।
• নির্দিষ্ট শর্তে আংশিক উত্তোলন করমুক্ত।
✔উত্তোলন এবং প্রস্থান:
• অবসর গ্রহণের সময় (60 বছর বয়সে) কর্পাসের 60% করমুক্ত উত্তোলন করা যেতে পারে।
• একটি বার্ষিকী (পেনশন পরিকল্পনা) কিনতে 40% ব্যবহার করতে হবে।